যুগান্তর
প্রিন্ট: ১১ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৪ এএম

ক্যাম্পাস

মেয়াদোত্তীর্ণ শিক্ষার্থী হলেন ছাত্রদলের সভাপতি

জাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ১০ আগস্ট ২০২৫, ১২:০১ পিএম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) মওলানা ভাসানী হলে ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৮ আগস্ট ঘোষণা করা এ কমিটিতে সভাপতি করা হয়েছে ফেরদৌস রহমানকে। তবে তিনি বর্তমানে কোনো শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত নেই বলে জানা গেছে।

এর আগে শুক্রবার (৮ আগস্ট) জাবি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ও সদস্য সচিব ওয়াসিম আহমেদ অনীকের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মাওলানা ভাসানী হলের পাঁচ সদস্যের একটি আংশিক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়।

জানা গেছে, ফেরদৌস রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ৪৬তম ব্যাচের (২০১৬-১৭ সেশন) শিক্ষার্থী ছিলেন। নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবেই তিনি অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো রেগুলার কোর্সে ভর্তি নন এবং জাকসু ভোটার তালিকায় তার নামও নেই।

এদিকে নবগঠিত হল কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত রয়েছেন আইবিএ ইনস্টিটিউটের ৫১তম ব্যাচের (২০২১-২২ সেশন) শিক্ষার্থী মো. জাবের। এছাড়া সিনিয়র সহ-সভাপতি হয়েছেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু নাঈম, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন বাংলা বিভাগের ৫১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী হিমেল বাবু এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রাজিব হোসাইন।

সদ্য ঘোষিত ছাত্রদলের কমিটি অনুযায়ী সক্রিয় পদে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফেরদৌসের ক্ষেত্রে এ নীতি মানা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে পদবঞ্চিত নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে ফেরদৌসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন।

জাবি শাখা ছাত্রদলের আহবায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর বলেন, ‘কেন্দ্র থেকে হল কমিটি করার নির্দেশ। ফেরদৌস আমাদের বলেছিল তার এখনো রেজাল্ট দেয়নি, তার ছাত্রত্ব আছে এবং হলে থাকারও বৈধতা আছে। তাই তাকে হল কমিটিতে রাখা হয়েছিল। যেহেতু তার ছাত্রত্ব

নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আমরা বিষয়টি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কমিটি করেছি। পরবর্তীতে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব।’